কালের কণ্ঠ

তারিখ 31 DEC 2013
পৃষ্ঠা ০৪ কলাম ৯

জেএসসি-পিএসসির ফল প্রকাশ

শিক্ষার মানও বিবেচনায় রাখুন

রবিবার সারা দেশে ছিল ১৮ দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি। সে কর্মসূচিকে প্রতিহত করতে সরকারের ছিল ব্যাপক প্রস্তুতি, যে কারণে ঢাকাসহ সারা দেশে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। তার পরও রাজধানীসহ সারা দেশেই স্কুলগুলোতে দেখা গেছে উচ্ছ্বাস, ঘটেছে প্রাণের সঞ্চার। এর কারণ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা জেএসসি পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পেয়েছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। এবার সম্মিলিত পাসের হার ছিল ৮৯.৯৪ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এবার রেকর্ডসংখ্যক এক লাখ ৭২ হাজার ২০৮ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। এর মধ্যে আটটি সাধারণ বোর্ডের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাসের হার ৮৯.৭১ এবং মাদ্রাসা বোর্ডের জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষার পাসের হার ৯১.১১ শতাংশ। স্বভাবতই রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তরের সময় উচ্ছ্বসিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী। অন্যদিকে সোমবার প্রকাশিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফলেও পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার প্রাথমিক সমাপনীতে ৯৮.৫৮ শতাংশ ও এবতেদায়িতে ৯৫.৮ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে। গতবার যা ছিল যথাক্রমে ৯৭.৩৫ ও ৯২.৪৫ শতাংশ।

আমাদের পক্ষ থেকে সাফল্যের জন্য এই ছোট ছেলেমেয়েদের অশেষ অভিনন্দন। রাজনৈতিক কারণে সারা বছরটাই এই কোমলমতি শিশুদের কাটাতে হয়েছে অস্বস্তিকর, ঝুঁকিপূর্ণ ও শিক্ষার জন্য বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক সংঘর্ষের শিকার হয়ে একজন শিক্ষার্থী প্রাণ হারিয়েছে, কয়েকজন আহত হয়েছে। তার পরও অভিভাবকদের যত্ন ও নিজেদের নিষ্ঠা এই শিক্ষার্থীদের সাফল্য এনে দিয়েছে। সেটা কম কথা নয়। তবে একটি কথা শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সরকারের মনে রাখা দরকার, পাসের হার বৃদ্ধি শেষ কথা নয়। অব্যাহতভাবে লেখাপড়ার উন্নত মানের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। এসব শিশুই আগামী দিনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতির দায়িত্ব গ্রহণ করবে, দেশ পরিচালনার ভার গ্রহণ করবে। এরা প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত হয়ে উঠলে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ থাকবে আলোকোজ্জ্বল। আর এই শিক্ষা বিস্তারের কোথাও ত্রুটি থেকে গেলে দেশকেও ত্রুটিমুক্ত করা যাবে না। আমরা বিগত দিনে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীকে পারিবারিক কারণে, অথবা পরিবেশের কারণে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়তে দেখেছি, যারা অব্যাহতভাবে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যেতে পারলে দেশ ও ব্যক্তিজীবনে নানাভাবে সাফল্য বয়ে আনতে পারত। তাই অভিভাবক তথা পরিবার ও সরকারের কাছে অনুরোধ থাকবে বিশেষ যত্নশীল হওয়ার, যাতে একটি শিক্ষার্থী শিক্ষাজীবন থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়ে।